

বাংলাদেশ (Bangladesh): জেলে থাকা বিদ্রোহের সন্দেহভাজনদের ওপর অত্যাচার ও মৃত্যুগুলো

গণবিচার ২০০৯-এর হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে

(নিউ ইয়র্ক (New York), ৪ঠা জুলাই, ২০১২) - হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) আজ প্রকাশ করা একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ রাইফেলস্ / বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ (Bangladesh Rifles / border guards Bangladesh) (বিডিআর (BDR))-এর ২০০৯-এর বিদ্রোহের সন্দেহভাজনদেরকে হেফাজতে থাকাকালীন প্রচণ্ড নির্যাতন, অত্যাচার এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রায় ৬,০০০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গণ বিচারগুলো ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ তৈরী করেছে।

৫৭ পৃষ্ঠার রিপোর্ট "ভয় কখনো আমাকে ছেড়ে যায় না": বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles)-এর ২০০৯ বিদ্রোহের পর অত্যাচার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো এবং অন্যান্য বিচারগুলো" ("The Fear Never Leaves Me": Torture, Custodial Deaths, and Unfair Trials After the 2009 Mutiny of the Bangladesh Rifles,")-এ বিদ্রোহের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া করা হয়েছে এবং এতে বিদ্রোহের পরিণামে হওয়া মারাত্মক নির্যাতনগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী সন্দেহে হেফাজতে থাকাকালীন লোকদের ওপর সুরক্ষা বাহিনীর হাতে সংঘটিত অত্যাচারগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং এতে একই সময়ে শত শত সন্দেহভাজন ব্যক্তির গণবিচারে ন্যায় বিচারের বিধিগুলো লঙ্ঘিত হওয়া সম্পর্কে চলতে থাকা উদ্বেগগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। কুখ্যাত র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion) (র্যাব (RAB)) এই নির্যাতনগুলোর অনেকগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর এশিয়া ডিরেক্টর, [ব্র্যাড অ্যাডামস \(Brad Adams\)](#) বলেছেন, "যে ভয়ঙ্কর হিংসায় ৭৪ জন মারা গিয়েছেন, তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের আওতায় আনা উচিত, কিন্তু তার জন্য অত্যাচার ও অন্যান্য বিচারগুলোর পথ নিলে চলবে না"। তিনি আরো বলেন, "বিদ্রোহের ব্যাপারে সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি উপযোগী ছিল এবং একটি জনঘনত্বপূর্ণ এলাকায় সেনাবাহিনীর প্রবল শক্তি ব্যবহারের দাবীটিকে প্রত্যাখ্যান করে তা অনেক জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু এরপর থেকে শারীরিক নির্যাতন এবং গণ বিচারের মাধ্যমে একেবারে উল্টো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুরক্ষা বাহিনীগুলোকে অবশ্যই একটি সবুজ পতাকা দেখানো হয়েছে।"

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) এই রিপোর্টের জন্য ৬০ জনেরও বেশী লোকের সাক্ষাৎকার নেয়, যাদের মধ্যে রয়েছেন ডাঙতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা, বাদী পক্ষের আইনজীবীরা, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরা এবং সাংবাদিকরা। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষগুলোকে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞতা, ক্ষমতা ও উৎস সম্পন্ন একটি স্বাধীন তদন্তকারী ও অভিযোগ প্রমাণকারী টাস্ক ফোর্স গঠন করার এবং বিদ্রোহের পর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোকে বিশদভাবে তদন্ত করা ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে। সেই সঙ্গে গণ বিচারগুলোকে স্থগিত করার আহ্বানও জানিয়েছে।

বিদ্রোহ কালে, ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ ৭৪ জন লোক মারা গিয়েছিলেন এবং অনেক সেনা সদস্যদের জ্ঞানেরকে যৌন হয়রানি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বিদ্রোহটি নিরাপত্তা রক্ষীদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষোভগুলোর কারণে ঘটেছিল বলে মনে করা হয় এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে এর কেন্দ্রীয় ঢাকা (Dhaka)-র হেডকোয়ার্টার পিলখানা (Pilkhana) ব্যারাকে বিডিআর (BDR)-এর বার্ষিক উৎসবে বিদ্রোহটি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina)-র নেতৃত্বাধীন নবনির্বাচিত সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীর দাবীমত একটি প্রচণ্ড সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার বদলে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার পথটি বেছে নেয়।

বিদ্রোহ সমাপ্ত হওয়ার পর, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য সুরক্ষা এজেন্সীগুলো অবিলম্বে হাজার হাজার সন্দেহভাজনকে আটক করতে থাকে। আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা এবং সংবাদমাধ্যম শীঘ্রই অত্যাচার ও হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলোর অভিযোগ সম্পর্কে জানায়।

হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ ৪৭ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আটক ব্যক্তিদের মারধর করা হত, প্রায়শঃ তাঁদের হাতের ও পায়ের পাতায় মারা হত এবং তাঁদের বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত। কিছু নির্ধারিত ব্যক্তিকে সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অত্যাচার কাটিয়ে ওঠা অনেক ব্যক্তি কিডনী বিকল হওয়া এবং আংশিক প্যারালাইসিস হওয়াসহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। অনেক পরিবারের সদস্যরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানিয়েছেন যে, নির্ধারিত ব্যক্তির এ র ফলস্বরূপ মনস্তত্ত্বগত দিক থেকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

একজন ব্যক্তি যঁর বাবা হেফাজতে থাকাকালীন মারা গিয়েছেন, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে বলেছেন যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল: "আমার আব্বা তাঁর সাথে কি হয়েছে, তা আমার কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তাঁর হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে, তিনি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না।"

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) মার্চ ২০০৯-এ ঢাকা (Dhaka)-তে সরকারের কাছে এই উদ্বেগগুলো তুলে ধরে এবং তারপর থেকে বারবার তা করেছে। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর জানা মতে এমন কোন কেস নেই যেখানে সরকার বিদ্রোহ সংক্রান্ত হেফাজতে থাকাকালীন অত্যাচার বা মৃত্যুর ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। বরং, অফিসিয়ালরা বিবৃতি দিয়েছেন যে, অনেক অভিজুক্ত ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাক বা অন্য স্বাভাবিক কারণগুলোতে মৃত্যুবরণ করেছেন, এমনকি সেই কেসগুলোতেও তাঁরা এরকম বলেছেন যেখানে, হেফাজতে থাকা ব্যক্তির দেহে মারাত্মক শারীরিক অত্যাচারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

এমনকি [বাংলাদেশ \(Bangladesh\)](#) ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (United Nations Convention Against Torture)-এর একটি রাষ্ট্রপক্ষ হলেও এর সুরক্ষা বাহিনীগুলো নিয়মিতভাবে অত্যাচারের পথটি ব্যবহার করে থাকে। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) এবং অন্যান্যরা অনেকদিন ধরে বাংলাদেশ (Bangladesh)-এ সেনাবাহিনী, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion), দেশের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (Directorate General of Forces Intelligence) সহ সুরক্ষা বাহিনীগুলোর কৃত অত্যাচারের সিস্টেমটিক ব্যবহারের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করে আসছে।

অ্যাডামস্ (Adams) বলেছেন, "হেফাজতে অত্যাচার ও মৃত্যুর অভিযোগগুলোর তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কারণে এটি মনে হয়েছে যে, নির্ধারিত ব্যক্তিদের সাথে কি হচ্ছে বা সরকারী বাহিনীগুলোর আচরণের ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তাভাবনা করছে না,"। তিনি আরো বলেছেন যে, "সরকার মানবাধিকারগুলো এবং এর আইনগুলোর সাথে কথার খেলা খেলে চলেছে, কিন্তু এর সুরক্ষা বাহিনীগুলোর দ্বারা নির্ধারিত ও অত্যাচারের সংস্কৃতিকে সমাপ্ত করার ব্যাপারে কোন কিছু করছে না।"

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) বিশেষভাবে তৈরী সামরিক ট্রাইব্যুনালগুলো এবং অসামরিক আদালতগুলোতে হওয়া গণ বিচারে অভিজুক্ত প্রমাণিত বিশাল সংখ্যক লোকের ব্যাপারে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বেশীর ভাগ অভিজুক্ত ব্যক্তি পর্যাপ্ত আইনী সহায়তা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি প্রস্তুতের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি ও তাদের বিরুদ্ধে আনা প্রমাণগুলো দেখতে পায়নি এবং তারা এমনকি অভিযোগগুলো সম্পর্কে জানতেনও না। যদিও বাদী পক্ষের আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে আশ্বাস দিয়েছেন যে, মাদক ব্যবহার করে নেওয়া বিবৃতিগুলোকে অভিজুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীরা হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-কে জানিয়েছেন যে, এই ধরণের জোর করে নেওয়া বিবৃতিগুলো তাদের মক্কেলদের বিরুদ্ধে আনা সাক্ষ্যপ্রমাণগুলোর অংশ ছিল।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch) এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বেগ যে, এই বিচারগুলোকে গণবিচার হিসেবে পরিচালিত করা হচ্ছে যেখানে ৮০০-রও বেশী অভিজুক্তের বিচার একসাথে করা হচ্ছে। সামরিক ট্রাইব্যুনালগুলোতে ইতিমধ্যে প্রায় ৪,০০০ জন লোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার সবই করা হয়েছে গণবিচারে। বাংলাদেশের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড (Criminal Procedure Code) অনুযায়ী একটি বিশেষভাবে নিযুক্ত অসামরিক আদালতে, হত্যার মত

মারাত্মক অপরাধগুলোতে অভিযুক্ত ৮৪৭ জন্য লোকের বিরুদ্ধে একটি কেসে গুনানি করা হয়েছে। এই কেসের কিছু অভিযোগের জন্য একটি সম্ভাব্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষগুলোর অবিলম্বে গণ বিচারের কার্যধারাগুলো স্থগিত করা উচিত। তার বদলে, বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষগুলোর উচিত পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞতা, ক্ষমতা ও উৎস থাকা একটি স্বাধীন তদন্তকারী এবং অভিযোগ প্রমাণকারী টাস্ক ফোর্স গঠন করে ব্যাপকভাবে তদন্ত করা এবং যেখানে প্রয়োজ্য হবে, বিদ্রোহের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বেআইনী মৃত্যু, তাদের ওপর হওয়া অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের সমস্ত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে দোষীদের অভিযুক্ত করা, তা নির্যাতনকারী ব্যক্তিটি যে পদের বা সংস্থারই হন না কেন।

এরকম একটি স্বাধীন টাস্ক ফোর্স গঠন করা পর্যন্ত, বর্তমান তদন্তকারীদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বিদ্রোহের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বেআইনী মৃত্যু, তাদের ওপর হওয়া অত্যাচার এবং খারাপ আচরণের সমস্ত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে দোষীদের অভিযুক্ত করা উচিত, তা দায়ী ব্যক্তিটি যে পদের বা সংস্থারই হন না কেন।

অ্যাডামস (Adams) বলেছেন যে, "নির্যাতিত ব্যক্তি ও তা থেকে বেঁচে আসা ব্যক্তিদের পরিবারগুলো ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারী। প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি একক কেস প্রস্তুত না করা হলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিটির বিবাদী পক্ষের আইনজীবী আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি যথাযথ প্রস্তুতির সময় ও কাগজপত্র না পেলে, ন্যায্য বিচার সম্পন্ন করা অসম্ভব।" অ্যাডামস আরো বলেন, "এরকম গণবিচারগুলো জাতিগ্রন্থ ব্যক্তিদেরকে একেবারেই বিচার প্রদান করতে পারে না বা বিদ্রোহের সময় কারা ভয়ঙ্কর অপরাধগুলোর জন্য দায়ী ছিল তার প্রকৃত উত্তর প্রদান করতে পারে না।"

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর রিপোর্ট "ভয় কখনো আমাকে ছেড়ে যায় না": বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles)-এর ২০০৯ বিদ্রোহের পর অত্যাচার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো এবং অন্যায় বিচারগুলো" ("The Fear Never Leaves Me": Torture, Custodial Deaths, and Unfair Trials After the 2009 Mutiny of the Bangladesh Rifles,") পড়ার জন্য, অনুগ্রহ করে, এটি দেখুন:

<http://hrw.org/reports/2012/07/05/fear-never-leaves-me-0>